2/111

জীবের দ্বাদশ বাণী

Sri Aurobindo Ashram

ওঁ মা ওঁ মা

ওঁ মা ওঁ মা

"আমি ত সর্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। তোরা দেখতে চাস্ না, আমি কি করবো? জেনে রাখ্, তোরা কখন কি করিস্, না করিস্, নিকটেই হউক, দূরেই হউক যে কোন সময় এ শরীরের একটি লক্ষ্য তোদের উপর সর্বদা জেগে রয়েছে।"

—মা—

ভাইজীর দ্বাদশ বাণী

LIBRARY 2/111
No..... 6/56
Shri Shri ma ... ...yee Ashram
BANARAS

প্রকাশক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮৮, সুন্দরীমোহন সরণী
কলিকাতা-১৪

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের শুভ
অশীতিতম বর্ষোৎসবে
প্রণামাঞ্জলি

১লা বৈশাখ ১৩৮২

মূল্য ৫০ পয়সা

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

LIBRARY 4/111
No. 6/56

ভাইজী (১৮৮০—১৯৩৭)

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের যে ভক্তগণ প্রথম প্রথম মাকে দেবীরূপে জেনেছিলেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী জ্যোতিষচন্দ্র রায়, আই, এস্, ও, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পরম সৌভাগ্য এই যে, মা তাঁকে ধর্ম্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন সর্ব্বজনমান্য "ভাইজী"।

ভাইজীর "মাতৃদর্শন" শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মহৎ জীবনের প্রদোষ কালে

তিনি মাতৃসঙ্গে কৈলাস তীর্থ পর্য্যটন করেছিলেন। মানস সরোবর তীরে তিনি অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রী মায়ের মুখ থেকে লাভ করেছিলেন—সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস আশ্রমের নাম "মৌনানন্দ পর্ব্বত"।

ভাইজীর দেহান্তের পর শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন যে, ভাইজী আত্মোপলব্ধির এরূপ এক স্থিতিতে পৌঁছে-ছেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভাইজীর দ্বাদশ বাণী মাতৃকৃপাপ্রার্থী জনের কল্যাণে এক বিরাট অবদান।

ভাইজীর স্বাদশ বাণী

2/111
No. ... BANARAS

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তজনেরা এই বারোটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ঃ—

১। ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যা' আনিতে পারি, শ্রীশ্রীমা তাহারই মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলা-বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ,—এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্ম্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনিই একমাত্র পরম উপাস্য, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় বসাইতে পারিলে পরমার্থ-পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।

২। দেহধারীর ঊর্দ্ধে তাঁহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রসন্নতা, সৌম্যতা, উদারতা, সমচিত্ততা প্রভৃতির যে কোন একটি গুণ আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে।

LIBRARY 2/111
No. 6/56
BANARAS

৩। তাঁহার হাবভাব, কথা, হাসি, কৌতুক, চলাফেরা, খাওয়াপরা প্রভৃতির সহিত কাহারও সৌভাগ্যবশতঃ সংযোগ সুবিধা ঘটিলে সাধারণ বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া না ফেলিয়া বা কথায় ও ব্যবহারে চঞ্চল না হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত প্রত্যেকটির অলৌকিক মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ে অনুধাবন করা আবশ্যক।

৪ তিনি স্বাধীন ; বদ্ধ জীবভাবেই ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব। তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না বা বলেন না। আমাদের যার যা' প্রয়োজন, তদনুযায়ী তাঁহার মহতী ইচ্ছা স্ফুরিত হইয়া থাকে।

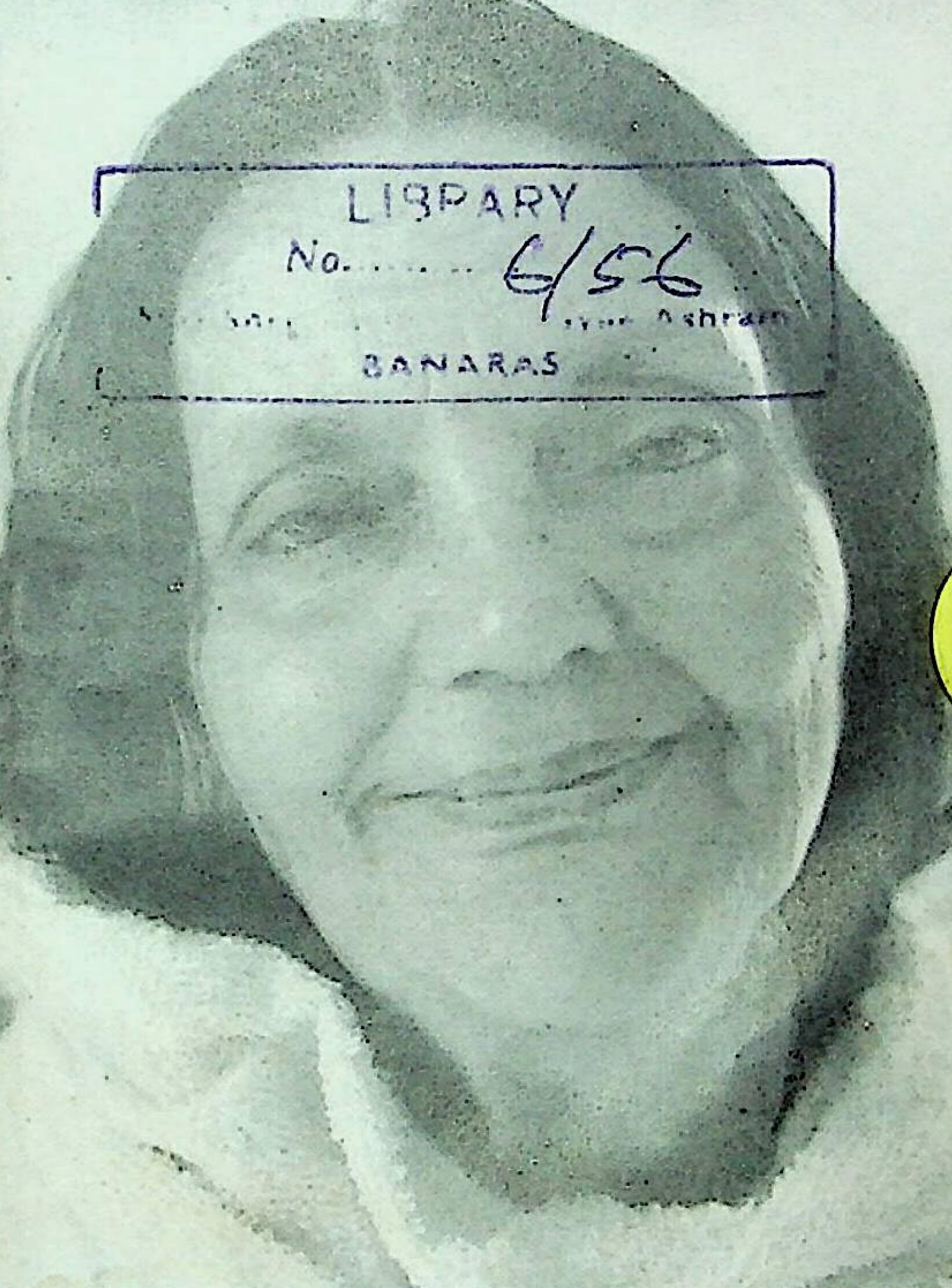
LIBRARY
No. 6/56
Ashram
BANARAS

৫। তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার দৃষ্টির ভিতর আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অনুকূল প্রতিকূল, যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহার প্রত্যেকটিতে কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া বিনা প্রতিবাদে, শান্ত মনে সকল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

LIBRARY
No. 4/52 2/111
Shri Sri Sri Bahram
SYNAGOGUE

৬। যখন কাহারও সুকৃতির ফলে তাঁহার আদেশাদি স্ফুরিত হয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিনা দ্বিধায় মন ও বুদ্ধিকে তদনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে, কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা মিলাইবার প্রয়াস করিবে না।

LIBRARY
No. .....

৭। তাঁহাকে তাঁহার আপন ভাবে (আমাদের চোখে ভাল বা মন্দ যাহাই লাগুক না কেন) যতই রাখা যাইতে পারে, ততই জগতের মঙ্গল। কদাচ ইহার ব্যত্যয় না ঘটে সর্ব্বদা ইহার দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাঁহার কোন কার্য্যে, এমন কি তাঁহার শরীর রক্ষা বা অসুখ অসুবিধা সম্বলিত ব্যাপারাদিতেও আমাদের আপন বুদ্ধি-বিবেচনার ঢেউ তুলিতে নাই ; তাঁহার ইঙ্গিত পাইলে তাহা নির্ব্বিচারে প্রতিপালন করিবে ; নতুবা নীরবে দেখিয়া ও শুনিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ভগবচ্চিন্তারূপ ভিক্ষাই তিনি সকলের নিকট যাচ্‌না করেন। তাঁহার সেবাদি অপেক্ষা আপনাপন সাধন ভজনাদি কর্ম্মে তাঁহার কৃপালাভ সুগম হয়।

LIBRARY
No. . . . . .
Mayee Ashram
BANARAS

৯। তাঁহার নিকট আসিতে হইলে, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার আকাঙ্খা জাগিলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। যে যত ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রদ্ধাশীল ও শরণাগত হইতে পারে, সে ততই তাঁহার অমৃত-স্পর্শে তৃপ্তি লাভ করিবে।

১০। তাঁহার নিকট ভেদাভেদ নাই; ভাবই তাঁহার আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

১১। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোন বাণী ব্যর্থ হইবার নয় এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১২। প্রারব্ধ কাটিতে হইলে উৎকট তপস্যা চাই। শোকদুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইহা নিশ্চিতভাবে মনে রাখিয়া সকল সময়ে সম্পদে ও বিপদে তাঁহার অজস্র করুণাধারার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হইবে।

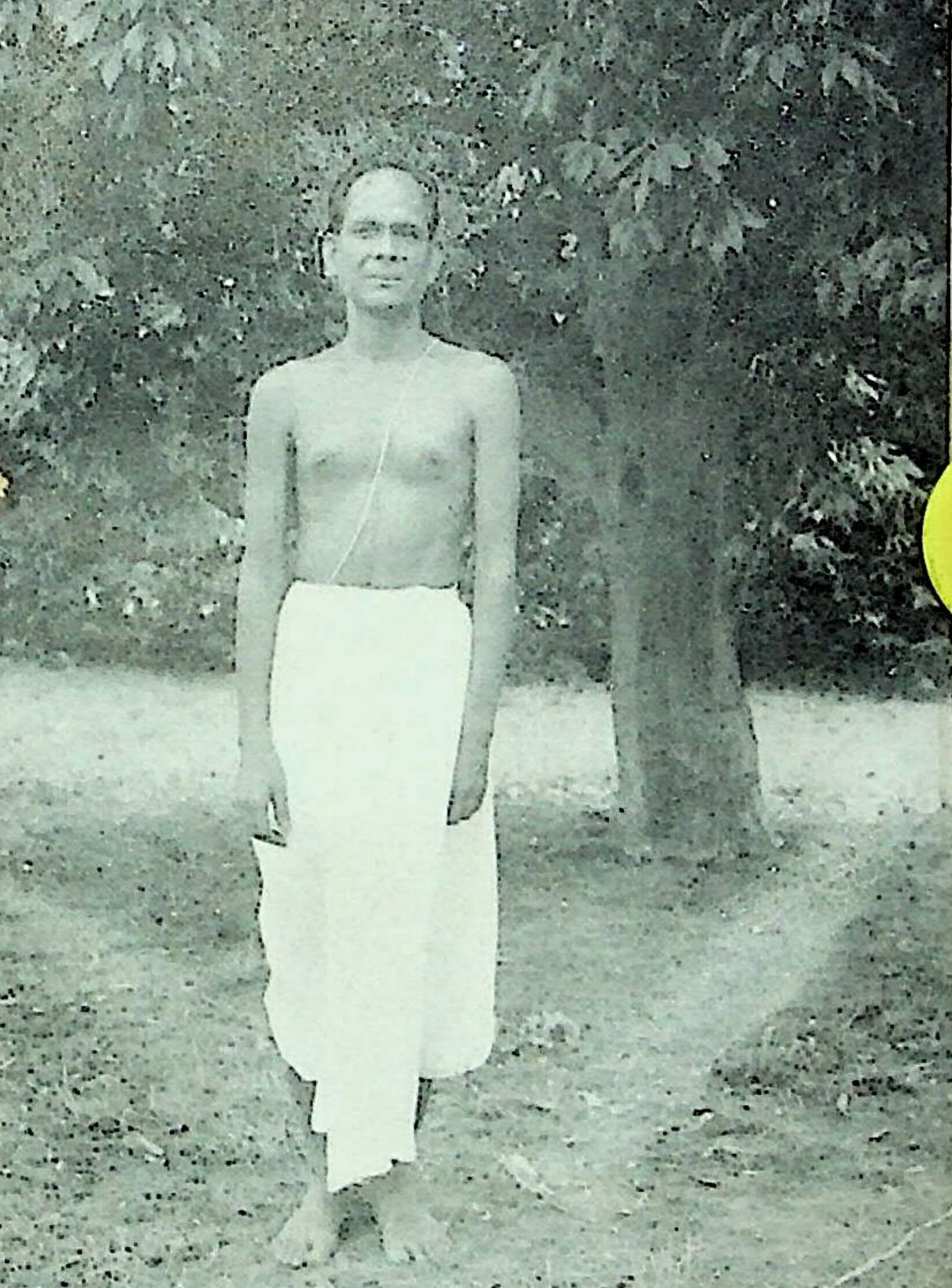

Bhaiji's Twelve Precepts

(Translated from the original Bengali "Bhaijir Dwadash Vani.")

BHAIJI (1880—1937)

The late J. C. Roy, I.S.O., formerly a senior Government Official, was one of the earliest devotees of Shri Shri Anandamayee Mataji to whom the Divine in Her was revealed. It was his unique priviledge to be accepted by Her as Her "Dharmaputra" (spiritual son). So, he was the universal Bhaiji (revered brother).

Bhaiji's book **Mother As Revealed to Me** is a classic on the subject. His was a life dedicated to spiritual quest. Towards the evening of his noble and pious life he ac-

companied the Holy Mother on a pilgrimage to Kailasha. On the bank of Manash Sarobar he received in super-natural circumstances his initiation in Sanyas from the Holy Mother, who invested him with the name of 'Maunananda Parvat'.

After Bhaiji's passing away Holy Mother observed that he had reached a state of self realisation which could not be expressed in any language.

Bhaiji's Twelve Precepts constitute his great contribution to aspirants for the Holy Mother's Grace.

Bhaiji's Twelve Precepts

Devotees of the Holy Mother should always remember the following twelve precepts.

1. The Holy Mother is the embodied manifestation of all we can possibly conceive of as the Godhead or Divinity. Her physical form, actions and playful moods are all supra-natural and extraordinary ; if, established in this conviction, we realise that in all our action, meditation, and knowledge She is the sole and supreme object of adoration, and we finally focus our concentrated attention on Her Holy Lotus Feet, then we will require no other haven of refuge in our journey of life towards ultimate spiritual enlighenment and emancipation.

2. If we are not able to comprehend Her as a transcendent personality unfettered by the trammels of flesh, then we must hold up before us as our ideal any of Her manifold qualities, such as, Her high sense of duty, perfect beatitude, serenity, liberality, equanimity etc.

3. If one is fortunate enough to come in close contact with Her so as to observe Her gestures, utterances, smiles, quips, movements, eating and dressing habits etc., one should not get lost in the process of judging them by one's own ordinary standards, nor should one feel disconcerted by Her words and ways. What is necessary is constant and patient search into one's heart on the Supramundane Grace and unique quality of each of these.

4. She is free. It is only ordinary mortals in bondage who are subject to the conflict between desire and indifference. So far as She is concerned, nothing that She does or says springs from desire. Her noble will reverberates in response to our individual needs and requirements.

5. We must have a firm conviction that a profound mystery surrounds every event that happens under Her inspiration or within Her ken—be it favourable or otherwise to our judgment. Strengthened by such conviction we must accept these happenings without demur and with calm fortitude.

6. When as a result of one's good deeds, a clear directive emanates from the Holy Mother, one must, without questioning and without hesitation, devote oneself, heart and soul, to compliance therewith. Under no circumstances must one try—not even unwarily—to permit one's own wishful thinking to prevail over Her will.

7. No matter whether it is to our liking or not, the more She is left to Herself with Her Mood, the better for the welfare of the world. It is imperative for every one to see to it that there is no deviation from this at any time. It is not for us to apply our reasoning faculty, to any action on Her part—not even to matters connected with Her physical well-being, or illness or discomforts. Hint, if any, received from Her should be implicitly obeyed without argument; if this is not possible, it is better to watch and listen quietly.

8. She implores everyone to meditate upon God. It is easier to win Her Grace through strictly following our own lines of prayer and devotion than by acts such as personal or physical service to Her.

9. If we wish to approach Her, if a desire wells up within us to touch Her feet, then our heart should, at least for the time being, be as clear as a shining mirror. The more hungry, thirsty, full of devotion and surrender one can be, the more benefit and satisfaction will one derive from Her immortalising touch.

10. She is above discrimination. It is our mental approach that determines whether we are attracted to or repelled by Her. As the approach, so the meed. The more one keeps the body and mind void and is alive to one's helplessness while approaching Her, the more will one advance with ease, towards perfection.

11. It is our duty to remember that not a word from Her sacred lips goes in vain and that Her memory, not being under the control of Time, transcends and triumphs over it.

12. The most austere penance is required to wipe out the effects of our Prarabdha (that is to say, destiny or fate merited as a result of previous deeds). We must remember as an article of faith that bereavement, misery and the vicissitudes of fortune are the inevitable fruits of our Prarabdha, and we must always, in prosperity as well as adversity, forge ahead with implict faith in the boundless flow of Her Grace.

"...তোমাদের মেয়ের এই ভিক্ষা—তোমরা যত পারো তাঁর সঙ্গ কর, তাঁর নাম কর। শুধু নাম। আমি জানি নামেই সব হয়।"

—মা—

ॐ मा ॐ मा ॐ
ॐ मा ॐ मा ॐ